

ইত্তেফাক ২১.০৩.১৭

ভূমির ব্যবহার-সম্পর্কিত নূতন আইন

'নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন, ২০১৭'-এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন দিয়াছে মন্ত্রিসভা। এই আইনটি কার্যকর হইবার পর দেশের যেকোনো প্রান্তে ভূমির উপর ঘরবাড়ি বা স্থায়ী কোনো স্থাপনা করিলেই অনুমোদন লইতে হইবে সরকার মনোনীত কর্তৃপক্ষের। নূতন এই আইনের পূর্বে ১৯৫০ সালে প্রণীত রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনে গ্রামাঞ্চলে ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের অনুমতির বিধান থাকিলেও তাহা প্রতিপালিত হইত না। এখন এই বিধান যুক্ত করিয়া 'নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন ২০১৭'-এর খসড়া প্রণীত হইয়াছে। এখন ইহা আরও পরীক্ষানিরীক্ষা করিয়া আইনটি চূড়ান্ত করা হইবে। সেইক্ষেত্রে কোথায় কোন কর্তৃপক্ষ অনুমোদন দিবেন—তাহাও নির্ধারণ করা হইবে। এই আইন অমান্য করিলে পাঁচ বছরের জেল এবং ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হইবে।

অত্যন্ত কঠোর এই আইনটি নিঃসন্দেহে যুগোপযোগী। কারণ, ইহা করা হইতেছে দেশের কৃষিজমিসহ ভূমির সঠিক ব্যবহার তথা ব্যবস্থাপনার জন্য। জানা যায়, সারা দেশের মাত্র ৫ শতাংশ ভূমির মাস্তারপ্ল্যান রহিয়াছে। এইসব ভূমি রহিয়াছে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে। অবশিষ্ট ৯৫ শতাংশ জমির কোনো মাস্তারপ্ল্যান নাই। জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলাদেশে ভূমির পরিমাণ যেইহেতু যথেষ্ট কম, সেইহেতু যতটুকু ভূমি রহিয়াছে, তাহার মাস্তারপ্ল্যান করিয়া ইহার পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করিবার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিজমিতে ঘরবাড়ি করা হইলে কৃষিজমি হ্রাস পায়, নালা বা জলাশয় ভরাট করিলে বিপর্যয় ঘটে পরিবেশের। সুতরাং সার্বিকভাবে ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহারের কোনো বিকল্প নাই। জানা গিয়াছে, যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইনটি পাস হইবার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জমির শ্রেণিবিভাজন করিবেন। দুই ফসলি বা তিন ফসলি জমিতে বাড়ি না করিবার বিধান থাকিবে। বাড়ি করিবার অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্টদের ঢাকা বা কোনো বিভাগীয় শহরে যাইতে হইবে না। তাহারা বাড়ির পাশের ইউনিয়ন পরিষদ হইতেই সেই অনুমোদন পাইবেন। যদিও কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করিতেছেন, এই আইনটি কার্যকর হইলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে। কারণ আইনটি কার্যকর করিতে প্রয়োজনীয় জনবল নাই। অনেকের আশঙ্কা যে, ঢাকাতেই যেইখানে ঠিকঠাক সেবা পাওয়া যায় না, সেইখানে গ্রামে এই ধরনের আইনের সেবা সঠিকভাবে দেওয়া সম্ভব নাও হইতে পারে। কিন্তু সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, এই আইনটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

স্পষ্টতই, এই আইন আরো পূর্বেই প্রণীত হওয়া উচিত ছিল। তাহার পরও একটি শুভ কাজ কখনই না হইবার চাইতে দেরিতে হওয়াটাও ইতিবাচক বটে। আশা করা যায়, নূতন এই আইন প্রণীত হইবার পর ভূমি ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আসিবে। আমরা আরো আশা করিব, আইনটি কার্যকর করিবার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগের ব্যাপারটিও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করিবে।